তারিখ ... 2 0 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

বিদ্যালয় শিক্ষকশূন্য করতে মরিয়া খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ

রফিকুল ইসলাম, খাগড়াছড়ি ●

জেলার দুর্গম এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষকশূন্যকরণে জেলা পরিষদ মরিয়া হয়ে ওঠার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগমতে, সীমাহীন দুর্নীতি, দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ থাকা, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে একের পর এক সংযুক্তির আদেশের কারণে দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলো প্রায় শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়েছে। জেলা সদরের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরিকৃত পদের তুলনায় দ্বিগুণ শিক্ষক থাকার পরও জেলা পরিষদ এসব বিদ্যালয়ে সংযুক্তিকরণ আদেশ দিয়েই যাচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, লক্ষ্মীছড়ি উপজেলায় মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে তিনটি বিদ্যালয়ের পাঠদান। দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঁচটি বিদ্যালয়। বেশ কিছু বিদ্যালয়ে দপ্তরি দিয়ে চলছে পাঠদান। ফলে সামনে পিএসসি ও বার্ষিক পরীক্ষায় ফলাফল বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

দুর্গম এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

বিনাজুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি চাইবাই মারমা জানান, বিদ্যালয়ে ২০১ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। অথচ শিক্ষক মাত্র একজন। এ কারণে প্রায়ই বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক দেওয়ার জন্য বহু মহলে দেন-দরবার করেও ফল পাইনি।

আরও জানা যায়, মাত্র দুজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান চলছে যতিন্দ্রকার্বারিপাড়া, দন্ডিপাড়া, লেলাংপাড়া, ফুত্যাছড়ি ও মরাচেঙ্গী-পাড়া বিদ্যালয়ে। লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সুপার জ্যোতি চাকমার অভিযোগ, সংযুক্তির কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে বহুবার জেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় প্রতিবাদ করেও ফল পাননি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, লক্ষ্মীছড়ি, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, দীঘিনালা ও মানিকছড়ি উপজেলা থেকে গত দুই মাসে দুর্গম এলাকার প্রায় ১০০ জন শিক্ষককে বিদ্যালয়শূন্য করে খাগড়াছড়ি সদরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সংযুক্তি করেছে জেলা পরিষদ। আরও ২৫টি ফাইল সংযুক্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। গত ১২ মে সংযুক্তির কারণে এক শিক্ষক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন কবিরকে অপমান করেন।

সারা দেশে (পিইডিপি-৩) প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া তিন দফায় শেষ হলেও খাগড়াছড়িতে তিন বছরেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারেনি জেলা পরিষদ।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের গত ৩১ জানুয়ারি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। প্রার্থীদের পরীক্ষা শেষে খাতা মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হলেও দুইজন ত্রিপুরা জেলা পরিষদে তাদের প্রতিনিধি না থাকার অজুহাতে হাইকোর্টে রিট পিটিশন করেন। এর ফলে আদালত নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করে। কিন্তু ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে সে রিটটি খারিজ হলেও অদ্যাবধি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

সূত্র আরও জানায়, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া যথাসময়ে শেষ হলেও তিন বছরে নিয়োগ জটিলতা কাটেনি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের। প্রথম নিয়োগ সমাপ্ত না করেই গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক ও শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জেলা পরিষদ। সে বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক আবেদনকারীদের ৩ হাজার ৫০০ দরখাস্ত বস্তাবন্দি করে রাখা হয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। বর্তমানে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৩৫টি এবং সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ৭০টি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের আহ্বায়ক ও জেলা পরিষদের সদস্য মংক্যচিং চৌধুরী বলেন, এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি নই। কারণ সকল বিভাগ চেয়ারম্যান দেখেন।

এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিধিমোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন কবির বলেন, এখানে সব কিছু জেলা পরিষদের আদেশে পরিচালিত হয়। শিক্ষা কর্মকর্তার কিছুই করার ক্ষমতা নেই।